

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

98682 - হদোয়তে পাওয়ার পর ঈমানী দুর্বলতা এবং কয়কে দনি নামায না পড়া

প্রশ্ন

আমার একটি সমস্যা আছে এবং একটি ফতোয়া সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। আল্লাহর অনুগ্রহে কয়কে মাস ধরে আমি দ্বীন মনে চলছি। কয় দনি যাওয়ার পর আমি দুর্বল হতে শুরু করছি। কিন্তু আমি এর কোন কারণ জানি না। ধীরে ধীরে মনোবল দুর্বল হতে শুরু করছে। এক পর্যায়ে এমন কয় মুহুরত অতবাহতি হয়েছে যে, আমি নামায পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। আমার মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, আমি চেষ্টা করছি যে কয় পাপে লিপ্ত না হই। কিন্তু আমি দ্বীনদার হওয়ার পর অনেকে নামায নষ্ট করছে। হয়তো ঘুম কটেছে কথি বাহরি ছিলাম। আমি দ্বীনদারিতে ফরোর কয় দনি পর কয়কে দনি নামায পড়িনি... এখন আমি কি করব? আমি অনুভব করছি যে, নামাযের ক্ষেত্রে আমার একটি গাট (জটলিতা) আছে। কারণ আমি অনেকে নামায নষ্ট করি। আমি অনুভব করি যে, এই গাট (জটলিতা) থেকে আমি কখনও সুস্থ হব না। এখন এর সমাধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রিয় ভাই, আল্লাহ যে আপনাকে তাওবা করার ও দ্বীন মনে চলার তাওফিক দিয়েছেন আপনার উচ্চ মত্বু এসে পড়ার আগে আপনার প্রতি আল্লাহর নয়োমতকে মূল্যায়ন করা। তখন আপনি এই নয়োমতের শুরুর আদায় করাকে বড় কয় ভাববেন। এর ফলে আপনি আল্লাহর ইবাদতে আরও বেশি শ্রম দিতে পারবেন।

মুগরি বনি শূ'বা (রাঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশি রাতের নামায পড়তেন যে, তাঁর পাদবয় ফুলে যত। তখন তাঁকে বলা হল: আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মফ করে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন: আমি কি কতজ্ঞঃ বান্দা হব না?!

তাহলে কভিবে আপনি নিজের ক্ষেত্রে ভালো কয় পয়ে মন্দ কয় করতে সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং কভিবে কয় পথ অতিক্রম করার পর পুনরায় রাস্তার শুরুতে ফরি যেতে পারেন। বরঃ আপনি যদি পূর্বের সেই সরল পথে ফরি যেতেন। আল্লাহ আপনাকে হদোয়তের নয়োমত দয়ার পরে আপনি বক্র পথে হাঁটছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ঘটনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আব্দুল্লাহ বনি সারজসি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আলাইহা ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন সফররে অযাচতি কষ্ট-ক্লেশ থেকে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরবর্তন থেকে, হদায়তের পর পশ্চাদপসরণ থেকে, মজলুমের বদদায়ো থেকে, পরিবার ও সম্পদে খারাপ কিছু দেখা থেকে।”[সহিহ মুসলিম (১৩৪৩)]

নাসাঈ (৫৪৯৮) ও অন্যদের রেওয়াজে এসেছে: “উন্নতির পর অবনতি” থেকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে অবস্থার অবনতি, নির্মাণের পর ধ্বংস করে ফেলো ও হদায়তের পথ গ্রহণ করার পর পথচ্যুত হওয়ার একটি উপমা পেশ করেছেন। সেই উপমার মাধ্যমে তিনি এমন ব্যক্তির খারাপ অবস্থা, তার নির্বাচনের কদর্যতা তুলে ধরেন এবং বান্দাদেরকে এ ধরণের বোকাদরে কর্ম থেকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন: “আর তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ কর যখন অঙ্গীকার কর। তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিনদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা সেরা নারীর মত হয়ে না, যে তার বুননকে মজবুত করে পাকানোর পর সটোকে ছিন্নভিন্ন করে নষ্ট করে দিবে; যে তোমরা তোমাদের শপথকে ধোঁকাবাজির জন্য ব্যবহার করবে, যাতে করে একদল অন্যদলে চয়ে বশী হও। আল্লাহ তা এটা দিয়ে শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই তিনি কয়ামতের দিন সটো তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদে করত।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৯১-৯২]

শাইখ সাঈদী (রহঃ) বলেন: এটি প্রভুর সাথে বান্দার কৃত সকল ইবাদত, মানত ও পাকাপোক্ত শপথসমূহের অঙ্গীকারকে অন্তর্ভুক্ত করে; যদি সে শপথসমূহ পূরণ করা নেকাজ হয়। অনুরূপভাবে এক বান্দা ও অপর বান্দার মাঝে সম্পাদিত বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে; যমেন: দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলো।

“তোমরা হয়ে না”: শপথ ভঙ্গের ক্ষেত্রে নকিষ্ট ও কদর্য উদাহরণ হয়ে না; যে উদাহরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বোকামির প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। উদাহরণটি হলো: সেই নারীর যে নারী মজবুতভাবে বুনন করে, বুননকে পাকানোর পর ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার পর সটোকে খুলে ফেলে ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। এতে করে সেই নারী একবার বুনন করতে গিয়ে ক্লান্ত হলো, আবার খুলতে গিয়ে ক্লান্ত হলো। এর থেকে সেই নারী ব্যর্থতা, কষ্ট, বিবেহীনতা ও চিন্তার দৈন্যতা ছাড়া আর কোন উপকার পলে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে অন্যায়কারী, মূর্খ, নির্বোধ, দ্বীনদারি ও ব্যক্তিত্বের অভাবগ্রস্ত। [পৃষ্ঠা-৪৪৭ থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং আপনি যে অবস্থার উপর আছেন এর থেকে অবলম্বিত দ্রুত তাওবা করুন। কারণ যে গুনাহগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয় সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য হলো নামায ত্যাগ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহা ওয়া সাল্লাম নামায

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ত্যাগ করাকে কুফর হিসেবে উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন: “আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযের। সুতরাং যবে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর করল।” [সুনাতে তারিমযি (২৫৪৫), মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য; আলবানী হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

অদভূত বিষয় হলো প্রশ্নকারী ভাই কভাবে বলছেন যে: আমি চেষ্টা করছি যাত্রে কোন পাপে লিপ্ত না হই; এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি অনেকে নামায নষ্ট করছেন। সুতরাং পাপের ব্যাপারে উনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?!!

নিঃসন্দেহে আপনি যত গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এর মধ্যে নামায ত্যাগ করা সর্বাধিক জঘন্য ও সর্বাধিক বিপদজনক গুনাহ; কেবল আল্লাহর সাথে শরিক করা ছাড়া।

সুতরাং আর দরী নয় অবলম্বনে তাওবা করুন। পূর্বে যা ঘটতে গছে সেটোর জন্য অনুতপ্ত হোন। সেই সময় এসে পড়ার পূর্বে যে সময়ে মানুষ অনুতপ্ত হবে; কিন্তু তার অনুতপ্ততা কোন কাজে আসে না।

আপনি বলছেন: “নামাযের ক্ষেত্রে আপনার একটি গাঁটি (জটলিতা) আছে। আপনি অনুভব করেন যে, এই জটলিতা থেকে আপনি কখনও সুস্থ হবেন না”: এটি শয়তানের ধোঁকা, তার প্রবঞ্চনা ও ভীতসিঞ্চার কারণ। আপনি নিজেরে নিজেরে বিরুদ্ধে শত্রুকে সহযোগিতা করছেন। আপনি শয়তানকে আপনার অন্তরে দুঃশ্চিন্তা, অলসতা, নেকে কাজে হীন মনোবল ও ভঙ্গুর ইচ্ছার গাঁটি তরীর সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, নিয়মিত ওয়ু করা ও আগতে আগতে মসজিদে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এই গাঁটিটি অপসারণ করুন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের কটে যখন নদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার পছিনের অংশে তিনটি গাঁটি দেয়। প্রত্যকে গাঁটিতে সময় এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে: ‘এখনো দীর্ঘ রাত বাকী; অতএব ঘুমিয়ে থাক’। যদি সে ব্যক্তি জগে উঠে এবং আল্লাহর যিকির করে তখন একটি গাঁটি খুলে যায়। তারপর সে যদি ওজু করে তখন দ্বিতীয় গাঁটিটি খুলে যায়। আর যদি সে নামায আদায় করে তখন সবগুলো গাঁটি খুলে যায়। যার ফলে এই ব্যক্তি ভালো মনে কর্মচঞ্চলতা নিয়ে সকালে ওঠে। অন্যথায় কলুষিত মনে অলসতা নিয়ে সকালে ওঠে।” [সহহি বুখারী (৩২৬৯) ও সহহি মুসলিম (৭৭৬)]

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেন: “এই হাদিস থেকে জানা যায় যে, শয়তান মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তার অলসতা বাড়িয়ে দেয়। শয়তান এটি করে তার চেষ্টা দিয়ে এবং শয়তানকে কুমন্ত্রণা দেয়, প্ররোচনা করে, পথভ্রষ্ট করে, বাতলিকে সুশোভিত করা ও বাতলি সম্পাদনে সহযোগিতা করার যে শক্তি দিয়ে হয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বান্দাদরেককে পারে না।

এই হাদিসে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে শয়তানকে তাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে ওয়ু ও নামাযের মাধ্যমেও তাকে তাড়ানো যায়...।” [আত-তামহীদ (১৯/৪৫) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “কোন সন্দেহ নেই যে, নামায আদায়ের মধ্যে শরীরের সুস্থতার সংরক্ষণ, খাদ্যমশ্রিণ ও বর্জ্যগুলোককে গলানো যায়— যা ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক উপকারী। এছাড়া নামাযের মধ্যে ঈমানের সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তো আছেই।

অনুরূপভাবে রাত্রিকালীন নামায স্বাস্থ্য সুরক্ষার সর্বাধিক উপকারী উপায় এবং অনেকে দূরারোগ্য রোগে প্রতাহিত করার মাধ্যম এবং শরীর, রূহ ও অন্তরকে চাঙা রাখার কার্যকরী পদক্ষেপে; যমেনটি উদ্ভূত হয়েছে সহি বুখারী ও সহি মুসলমি”। এরপর তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। [যাদুল মাআদ (৪/২২৫)]

সুতরাং ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনার শত্রুর সামনে দুর্বল হবেন না। শত্রুকে আপনার উপর আধিপত্য করার সুযোগ দবিনে না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, অক্ষম হবেন না— যমেনটি নির্দেশে দিয়েছেন আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জনে রাখুন: “শয়তানের কটেশল দুর্বল” [সূরা নসিা, আয়াত: ৭৬] জনে রাখুন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়া সহজ একটি বিষয় এবং এ নামাযগুলো নিয়মিত আদায় করতএ একজন মুসলমিরে তমেন কোন কষ্ট হয় না।

আর আপন মিনোবল হারয়ি ফলোর যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন; হতে পারে এর কারণ আপন যাদরে সাথে উঠাবসা করনে তারা। তাই সাধ্যানুযায়ী যিকিরি ও ইলমরে মজলসিগুলোতে হারয়ি হওয়ার চেষ্টা করুন। ভালো মানুষদের সাথে সঙ্গ দিন। কেননা মানুষ ইবাদত বন্দগৌ পালনে যখন অনুকরণ করার মত কাউকে দেখে এবং এক্ষতেরে তাকে সহযোগিতা করার মত কাউকে পায় তখন তার কাছে সটে সহজ হয়ে যায়। মানুষকে এমন কিছু পরিস্থিতিরি শকার হতই হয় যাতে ভালো কাজরে প্রত তার উদ্দীপনা ও আগ্রহ বাড়ে। আবার এমন কিছু পরিস্থিতিরি শকার হতে হয় যাতে তার সেই আগ্রহ কমে যায়। কনিতু সেই পরিস্থিতি ফরয ইবাদত বর্জন করা কংবা হারাম কাজে লপিত হওয়ার অবস্থায় পর্যবসতি হওয়া জায়যে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় প্রত্যকে আমলরে একটি উদ্দীপনা থাকে এবং প্রত্যকে উদ্দীপনার একটি নসিতজেতা থাকে। যার উদ্দীপনা হবএ আমার সুন্নাহর দকিএ সএ সফলকাম। আর যার নসিতজেতা হবএ অন্য কোন দকিএ সএ ধ্বংস হল।” [মুসনাদে আহমাদ (৬৭২৫), আলবানী ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে (২১৫১) হাদিসটকিএ সহহি বলছেন]

এ কারণে প্রয়ি ভাই, আপনার জন্য উপদশে হলো: আপন আপনার জন্য একটি স্থতিশীল আমলসূচী করনে ননি। এই

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আমলসূচীতে ঘাটত হতে দবিনে না। এই আমলসূচীতে ফরয আমল ও তাগদিপূর্ণ নফল আমলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদি কোন কোন সময় কিছু বেশি আমল করতে পারেন তাহলে সটো ভালোর উপরে ভালো। আর যদি কিছুটা কমও করেন তাহলে যেনে ফরয ইবাদতে ঘাটত না হয়।

আর আপনার যেনে নামাযগুলো ছুটে গেছে সেগুলো যদি ঘুমের কারণে ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবে না। তবে এর কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যিক। আর যেনে নামাযগুলো কোন ওজর ছাড়া অর্থাৎ অলসতাবশতঃ ছুটে গেছে; সেগুলোর জন্য আপনার উপর তাওবা করা আবশ্যিক। সেগুলোর ক্ষতেরে কাযা পালন কোন উপকারে আসবে না। আপনার উপর আবশ্যিক হলো বেশি বেশি নফল ইবাদত করা ও ইস্তিগফার করা। আশা করা যায় আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করে দবিনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।